



49003 - ইতকিফরে সওয়াব

প্রশ্ন

ইতকিফরে কী সওয়াব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ইতকিফ একটা শিরয়ি আমল। এটা আল্লাহর নকৈট্য হাছলি করা যায় এমন নকে আমল। আরও জানতে দেখুন: [48999](#) নং প্রশ্নোত্তর।

এটা যখন সাব্যস্ত হল, জনে রাখুন আল্লাহর নকৈট্যশীল নফল আমলেরে প্রতি উদ্বুদ্ধ করে অনেকে হাদসি বর্ণতি হয়েছে। এ হাদসিগুলোর সাধারণ হুকুমেরে অধীনে সকল ইবাদত অর্ন্তভুক্ত হয়; যার মধ্যে ইতকিফও রয়েছে।

এ ধরণেরে হাদসিরে মধ্যে রয়েছে: হাদসি কুদসতিে আল্লাহ তাআলার বাণী “আমি আমার বান্দার প্রতি যা ফরয করছি তা দ্বারাই সেরে আমার অধিক নকৈট্য হাছলি করে। আমার বান্দা নফল ইবাদতেরে মাধ্যমে উপর্যুপরি আমার নকৈট্য হাছলি করতে থাকে। এক পর্যায়ে আমি তাকে ভালবাসি। যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার করণ হয়ে যাই, যা দিয়ে সেরে শুনতে। আমি তার চক্ষু হয়ে যাই, যা দিয়ে সেরে দেখতে। আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সেরে ধরতে। আমি তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সেরে চলাফেরা করে। সেরে যদি আমার কাছে কোনে কিছু প্রার্থনা করে আমি তাকে তা প্রদান করি। সেরে যদি আমার নকিট আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমি তাকে আশ্রয় দেই। [সহহি বুখারী (৬৫০২)]

দুই:

ইতকিফেরে ফযলিত সম্পর্কণে কিছু হাদসি বর্ণতি হয়েছে; কন্তু সেরে হাদসিগুলো দুর্বল কথি বা বানয়োট:

আবু দাউদ বলনে: আমি আহমাদকে (অর্থ্যাৎ আহমাদ বনি হাম্বলকে) বললাম: আপনি কি ইতকিফেরে ফযলিত বিষয়ে কিছু জাননে? তিনি বললনে: না; দুর্বল কিছু ব্যতীত। [সমাপ্ত] [মাসায়লে আবু দাউদ, পৃষ্ঠা-৯৬]

এ ধরণেরে হাদসিগুলোর মধ্যে রয়েছে:



- ১। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতিকিফকারীর ব্যাপারে বলছেন: “ইতিকিফকারী গুনাহকে প্রতরোধ করেন। ইতিকিফকারীকে সকল নকে আমলকারীর ন্যায় নকী দয়া হবে।”[শাইখ আলবানি ‘যয়ফি ইবনে মাজাহ’ গ্রন্থে হাদিসটিকে যয়ফি (দুর্বল) বলছেন]
- ২। তাবারানী, হাকমি ও বায়হাকী ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে হাদিস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একদিন ইতিকিফ করে আল্লাহ তার মাঝে ও জাহান্নামের আগুনকে মাঝে তিনটি পরখির দূরত্ব সৃষ্টি করে দেন; যা পূর্ব-পশ্চিমের চয়েও বেশি দূরত্ব”।[বাইহাকী হাদিসটিকে দুর্বল বলছেন]
- ৩। দাইলামি আয়শি (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় ইতিকিফ করবে তার পূর্বের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।”[আলবানি ‘যয়ফি জামে’ গ্রন্থে (৫৪৪২) হাদিসটিকে দুর্বল বলছেন]
- ৪। ইমাম বাইহাকী হাসান বনি আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি রমযান মাসে দশদিন ইতিকিফ করবে এর সওয়াব দুইটি হজ্জ ও দুইটি উমরার সমান।”[শাইখ আলবানি ‘আল-সলিসলিতু যয়ফি’ গ্রন্থে (৫১৮) হাদিসটি সংকলন করে বলছেন: মাওযু (বানয়োট)]